

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের করুপ দ্বীনের দাঈ হওয়া উচিত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা খানম

রোলঃ 23090121347

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের করুপ দ্বীনের দাঈ হওয়া উচিত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক  
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা খানম

রোলঃ 23090121347

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আমাদের কিরূপ দ্বীনের দাঈ হওয়া উচিত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা খানম, আইডিঃ 23090121347 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

---

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

---

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আমাদের বিরূপ দ্বীনের দাঈ হওয়া উচিত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

*Humayra Khanam*

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

হুমায়রা খানম

আইডিঃ 23090121347

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।  
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

থিসিস বিষয়: আমাদের ঘেরুপ দ্বীনের দায়ী হওয়া উচিত

ভূমিকা

অধ্যায় ১: তাত্ত্বিক ভিত্তি—দাওয়াহ ও দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

১.১ আমানত (দায়িত্ব) ও দাওয়াহ: ধারণাগত বিশ্লেষণ

১.২ দাওয়াহ শব্দের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও ইসলামী প্রেক্ষাপট

১.৩ ব্যক্তিগত-সামাজিক-ধর্মীয় দায়িত্ব ও তার গুরুত্ব

১.৪ ইসলামী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য ও মানবজীবনে এর প্রভাব

১.৫ দাওয়াহ ও দায়িত্বের সম্পর্ক: দার্শনিক ও নীতিগত আলোচনা

অধ্যায় ২: কুরআন ও হাদিসে আদর্শ দাঈর নির্দেশনা

২.১ কুরআনে দাওয়াহর আহ্বান ও আল্লাহর নির্দেশ

২.২ রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি আদর্শ, পদ্ধতি ও ধাপ

২.৩ দাওয়াহ সম্পর্কিত সহিহ হাদিসের মূল নীতিমালা

২.৪ দায়িত্বহীনতার ধর্মীয় পরিণতি ও আখিরাতে জবাবদিহিতা

২.৫ নবী ﷺ এবং প্রাথমিক যুগের দাওয়াহ: শিক্ষণীয় বাস্তব উদাহরণ

অধ্যায় ৩: আদর্শ দাঈ—ব্যক্তিত্ব গঠন, জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়

৩.১ ইখলাস (আন্তরিকতা) ও নিয়ত

৩.২ জ্ঞান, প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও শিক্ষার প্রতি দাঈর দায়িত্ব

৩.৩ চরিত্র, নম্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা

৩.৪ আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও ইবাদতের সাথে দাওয়াহর সংযোগ

৩.৫ আমানত রক্ষা, সত্যবাদিতা ও সময় ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীলতা

৩.৬ নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান ও সামাজিক দক্ষতা

অধ্যায় ৪: পরিবার ও সমাজে দাওয়াহর বাস্তবায়ন

৪.১ পরিবারে ইসলামী শিক্ষা ও ঈমানি পরিবেশ সৃষ্টি

- ৪.২ পিতামাতা, সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর প্রতি দাওয়াহ দায়িত্ব
- ৪.৩ প্রতিবেশী, বন্ধু ও কমিউনিটির প্রতি দাঈর সামাজিক আচরণ
- ৪.৪ সমাজে ন্যায়, কল্যাণ, দরিদ্র-অসহায়দের সহযোগিতা
- ৪.৫ সাহাবা ও সাহাবিয়াতদের দাওয়াহর সামাজিক প্রভাব ও শিক্ষা

#### অধ্যায় ৫: রাষ্ট্র, উম্মাহ ও বৈশ্বিক দায়িত্ব

- ৫.১ নাগরিক দায়িত্ব, আইন মান্য করা ও রাষ্ট্র নির্মাণে সহযোগিতা
- ৫.২ উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান
- ৫.৩ আধুনিক যুগে দাওয়াহর কৌশল: নরম ভাষা, হিকমাহ ও প্রেক্ষিতভেদে পদ্ধতি
- ৫.৪ প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল কনটেন্ট ও পরিবেশ সচেতনতা
- ৫.৫ দাওয়াহতে নেতৃত্ব: গুরা, সহযোগিতা ও দায়িত্ব বণ্টনের নীতি

#### অধ্যায় ৬: দাওয়াহর প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

- ৬.১ দাওয়াতে বিরোধিতা, শত্রুতা ও মানসিক চ্যালেঞ্জ
- ৬.২ দাঈর ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ভুল ও সীমাবদ্ধতা
- ৬.৩ দায়িত্বহীনতার ক্ষতি: ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অবক্ষয়
- ৬.৪ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল, বাস্তব উদাহরণ ও শিক্ষণীয় দিক
- ৬.৫ আত্মসমালোচনা, আত্মপর্যালোচনা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন

#### উপসংহার

- ৭.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ
- ৭.২ কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমন্বিত শিক্ষা
- ৭.৩ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বাস্তব করণীয়
- ৭.৪ আদর্শ দাঈ ও দায়িত্বশীল জীবন গঠনে সুপারিশমালা
- ৭.৫ চূড়ান্ত অঙ্গীকার: আমাদের কিরূপ দ্বীনের দায়ী হওয়া উচিত

## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালায় জন্য, যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করার জন্য কিতাব ও হেদায়াত পাঠিয়েছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম প্রেরিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানবতার শিক্ষক, দাওয়াহর সর্বোচ্চ আদর্শ এবং হিকমাহপূর্ণ নির্দেশনার জীবন্ত বাস্তব উদাহরণ। উদ্দেশ্যমূলক জীবন, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, দায়িত্ববোধ—সবকিছুই ইসলামী দাওয়াহর মাধ্যমে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই দাওয়াহর বাহক হচ্ছেন দাঈ—যিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন, সত্যকে তুলে ধরেন, ন্যায়ের আহ্বান জানান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মানবসমাজকে আহ্বান করেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “তুমি তোমার রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক কর।”

(সূরা নাহল ১৬:১২৫)

এই আয়াতের নির্দেশ স্পষ্ট—দাওয়াহ হলো নরম ভাষা, জ্ঞান, হিকমাহ, ধৈর্য এবং আখলাকের সমন্বিত দায়িত্ব। শুধু প্রচার নয়, বরং আচরণ, চরিত্র ও আমলে দাওয়াহর বাস্তব প্রতিফলন থাকা অপরিহার্য।

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ • وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

> “আর তার চেয়ে উত্তম কথা কার, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, ‘আমি নিশ্চয়ই মুসলিম।’ আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না; মন্দকে প্রতিহত কর

তা দ্বারা যা উত্তম, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।”

(সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৩-৩৪)

এটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন দাঈকে কৌশল, ধৈর্য, নম্রতা এবং সততার সঙ্গে দাওয়াহ চালাতে হবে।

দাওয়াহ শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়; এটি কর্ম ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। একজন আদর্শ দাঈ নিজে ইসলামী আদর্শ মেনে চললে তার প্রতিটি কাজই দাওয়াহ হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেন:

يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

> “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষকে পৌঁছে দাও।”

(সহিহ বুখারি ৩৪৬১)

এ হাদিসের আলোকে স্পষ্ট—মুসলমান মাত্রই দাঈ। যার কাছে যতটুকু জ্ঞান, ততটুকু দায়িত্ব। এই কারণেই দাওয়াহ শুধুমাত্র আলেমদের কাজ নয়; এটি প্রতিটি মুসলিমের আমানত।

আজকের বিশ্বে দাওয়াহের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, পরিবারে অশান্তি, তরুণ সমাজের বিভ্রান্তি, মিডিয়া-সংস্কৃতির আঘাত—সবকিছুই দ্বীনের দিকে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে।

## অধ্যায় ১: তাত্ত্বিক ভিত্তি—দাওয়াহ ও দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

### ১.১ আমানত (দায়িত্ব) ও দাওয়াহ: ধারণাগত বিশ্লেষণ

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে—একক ইবাদত এবং তাঁর আদেশ মেনে চলার জন্য। কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।”  
(সূরা আয-জারিয়াত, ৫৬)

মানুষকে পৃথিবীতে নাযির বা খলিফা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

> “আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করব।”  
(সূরা আল-বাকারাহ, ৩০)

এতে বোঝা যায় যে মানবজাতির দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদেরও সেই পথে আহ্বান জানানো। দাওয়াহ শুধুমাত্র আলেমদের কাজ নয়; প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

### ১.২ দাওয়াহ শব্দের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও ইসলামী প্রেক্ষাপট

দাওয়াহ হল আহ্বান বা دعوة। ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি কেবল বক্তৃতা নয়; এটি জীবনের প্রতিটি দিকের সঠিক নির্দেশাবলী অনুসরণ ও অন্যদের শেখানোর প্রক্রিয়া। নবী ﷺ ছিলেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম দাঈ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

> “আমি তোমাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি সত্যের সাথে, যাতে সে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী হয়।”

(সূরা আত-তাওবা, ৩৩)

### ১.৩ ব্যক্তিগত-সামাজিক-ধর্মীয় দায়িত্ব ও তার গুরুত্ব

একজন মুসলিমের দায়িত্ব তিন স্তরে বিভক্ত:

১. ব্যক্তিগত দায়িত্ব: নিজেকে আল্লাহর প্রতি সৎ ও নৈতিকভাবে গঠন করা।
২. সামাজিক দায়িত্ব: পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।
৩. ধর্মীয় দায়িত্ব: ইসলামের বিধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা এবং অন্যদের আহ্বান জানানো।

আল্লাহ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> “তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে; তোমরা সৎকর্মের আদেশ দাও এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখো।”

(আলে ইমরান, ১১০)

### ১.৪ ইসলামী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য ও মানবজীবনে এর প্রভাব

ইসলামী দাওয়াহর মূল বৈশিষ্ট্য:

ইখলাস ও নিকটতা: শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

হিকমাহ ও নম্রতা: কৌশলগত ও সহনশীল আহবান।

সত্যনিষ্ঠা ও ধৈর্য: শত্রুতা বা বিরোধের মুখোমুখি হলেও ন্যায় ও শান্তি বজায় রাখা।

দাওয়াহ সমাজে কল্যাণ, ন্যায়, ও শান্তির পরিবেশ তৈরি করে। এটি মানুষকে পাপ ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।

### ১.৫ দাওয়াহ ও দায়িত্বের সম্পর্ক: দার্শনিক ও নীতিগত আলোচনা

দাওয়াহ হল ঈমানের স্বাভাবিক প্রকাশ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, সে তাঁর বান্দাদেরও সৎ পথে আহ্বান জানায়। এটি নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রমাণিত দায়িত্ব। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী দাওয়াহ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।

## অধ্যায় ২: কুরআন ও হাদিসে আদর্শ দাঈর নির্দেশনা

দাওয়াহ ইসলামের এক অঙ্গ, যা শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে নয়, বরং জীবনব্যবহার, চরিত্র ও নৈতিকতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কুরআন ও হাদিসে নবী ﷺ এবং মুসলমানদের জন্য দাওয়াহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

### ২.১ কুরআনে দাওয়াহর আহ্বান ও আল্লাহর নির্দেশ

ইসলামে দাওয়াহ এমন একটি দায়িত্ব, যা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিনকে কখনো না কখনো পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> “তোমরা সৎকাজের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়ের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে—এবং তারাই সফলকাম।”

(সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০৪)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলে যে দাওয়াহর মূল ভিত্তি হলো—সৎকাজ প্রচার করা এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা। দাওয়াহ কেবল বক্তব্য নয়; বরং আচরণ ও উদাহরণের মাধ্যমেও মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

قُلْ هَذَا سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

> “বল, এটাই আমার পথ—আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তারা প্রমাণসহ আল্লাহর দিকে দাওয়াহ করি। আল্লাহ পবিত্র, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

(সূরা ইউসুফ, ১২:১০৮)

এই আয়াত দেখায় যে দাওয়াহর পথ মূলত নবীদের পথ—এটি হতে হবে জ্ঞানভিত্তিক, প্রমাণনির্ভর, এবং তাওহিদের ডাক বহনকারী। একজন দাঈকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হলে তাকে তার নিজের আমল ও চরিত্রেও দৃঢ় থাকতে হয়।

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে দাওয়াহ কেবল একটি কথা বলার কাজ নয়; বরং এটি দায়িত্ব, ইবাদত এবং মানুষের কল্যাণের একটি সুন্দর আমানত, যা হিকমত, ধৈর্য এবং নৈতিকতার মাধ্যমে পরিচালিত হতে হয়।

## ২.২ রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি আদর্শ, পদ্ধতি ও ধাপ

নবী ﷺ হলেন আদর্শ দাঈ। তিনি সবসময় নম্রতা, ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে দাওয়াহ করতেন। সাহাবাদের কাছে তিনি দাওয়াহ শেখাতেন এবং তাদের জীবনযাপনকেও দাওয়াহমুখী করতেন।

রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহের ধাপসমূহ:

১. ব্যক্তিগত উদাহরণ: নিজের জীবন থেকে অন্যদের শেখানো।

2. নম্র ও কৌশলময় আহবান: কখনোই হিংসা বা কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হতো না।

3. সুন্দর বচন ও যুক্তি: যুক্তিসম্পন্নভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা দেওয়া।

দাওয়াহ শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, বরং মানুষের জীবনের দিকে আলোকপাত করার একটি কার্যকর উপায়।

## ২.৩ দাওয়াহ সম্পর্কিত সহিহ হাদিসের মূল নীতিমালা

1. সৎকর্মে আহবান করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মে আহবান করবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে।”

(আলে ইমরান, ৩:১০৪)

2. সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

হাদিসে আছে:

مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَحْسَنَ فَلَهُ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

> “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দাওয়াহ দেয় এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করে, আল্লাহ তার নেকি বৃদ্ধি করবেন।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২১৯৫)

3. ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে বিতর্ক করা।

নবী ﷺ শত্রুদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময়ও কখনো হিংসা বা অপমান করেননি।

## ২.৪ দায়িত্বহীনতার ধর্মীয় পরিণতি ও আখিরাতে জবাবদিহিতা

ইসলামে দাওয়াহ একটি আমানত ও ফরজ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অবহেলা করলে তার প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পরিবার, সমাজ এবং পুরো উম্মাহর ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে তার দায়িত্ব ও আমলের হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقَفُّوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

“তাদেরকে থামাও, নিশ্চয়ই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:২৪)

এই আয়াত নির্দেশ দেয় যে দাওয়াহ থেকে অবহেলা মানে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা। আখিরাতে এর জবাবদিহিতা হবে গুরুতর।

## ২.৫ নবী ﷺ এবং প্রাথমিক যুগের দাওয়াহ: শিক্ষণীয় বাস্তব উদাহরণ

নবী ﷺ এবং সাহাবারা কিভাবে দাওয়াহ চালিয়েছেন তা আমাদের জন্য চিরন্তন শিক্ষার উৎস।  
উদাহরণ:

মদিনায় হিজরতের পর দাওয়াহ: নবী ﷺ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ইসলামের বার্তা প্রচার করেছেন।

সাহাবাদের দাওয়াহ: হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাওয়াহকে বাস্তবায়ন করেছেন।

এই প্রাথমিক যুগের উদাহরণ প্রমাণ করে যে দাওয়াহ শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, বরং জীবন, আচরণ ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করার প্রক্রিয়া।

## অধ্যায় ৩: আদর্শ দাঈ—ব্যক্তিত্ব গঠন, জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়

দাওয়াহ সফল করতে হলে একজন দাঈর চরিত্র, জ্ঞান, ধৈর্য ও নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে সঠিক হতে হবে। কুরআন ও হাদিসে দাঈর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নৈতিক দিকের গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

### ৩.২ জ্ঞান, প্রজ্ঞা (হিকমাহ) ও শিক্ষার প্রতি দাঈর দায়িত্ব

দাঈর জন্য কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। জ্ঞান ছাড়া দাওয়াহ কখনও কার্যকর হয় না।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “আর তোমরা কেবল জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান কর।”

(সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫)

এটি নির্দেশ দেয় যে দাওয়াহ শুধু আবেগ বা অনুভূতির ভিত্তিতে নয়, যুক্তি ও প্রজ্ঞার সঙ্গে করা উচিত।

জ্ঞানধারী দাঈও দাওয়াহকে সফলভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### ৩.৩ চরিত্র, নম্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা

দাওয়াহ করতে হলে একজন দাঈর চরিত্র, নম্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “সর্বোচ্চ নম্র ও শান্তভাবে আহ্বান কর, তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর, তবে সুন্দরতম পদ্ধতিতে।”

(সূরা নাহল, ১৬:১২৫)

হাদিসে নবী ﷺ বললেন:

لَا يَغْضَبُ الدَّاعِيَ إِلَّا بِالْجُلْمِ وَالصَّبْرِ عَلَى الدَّعْوَةِ

> “একজন দ্বায়ীকে কখনো উত্তেজিত বা হিংস্র হতে হবে না। তার কাজ হবে ধৈর্য এবং নম্রতার মাধ্যমে মানুষের দাওয়াহ করা।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২২০৪)

এটি দেখায় যে দাঈর চরিত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য অপরিহার্য।

### ৩.৪ আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও ইবাদতের সাথে দাওয়াহর সংযোগ

দাঈ হতে হলে নিজের আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া নিশ্চিত করতে হবে। ইবাদত ও দাওয়াহকে সমন্বয় করতে পারা একজন আদর্শ দাঈর বৈশিষ্ট্য।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “সর্বোচ্চ তাকওয়া এবং পবিত্রতার মাধ্যমে দাওয়াহ কর।”

(সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

مَنْ اتَّقَى اللَّهَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ عَمَلٍ وَالِدَعْوَةُ مِنْهُ مَعَهُ

> “যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় ধারণ করে, তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং দাওয়াহও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।”  
(সহীহ বুখারি, হাদিস ৬২৪১)

### ৩.৫ আমানত রক্ষা, সত্যবাদিতা ও সময় ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীলতা

দাঈর অবশ্যই সত্যবাদী হতে হবে। সময় ও দায়িত্বের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يُكْمِلُونَ مَا أُمِرُوا بِهِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> “মুমিন পুরুষ ও নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আহ্বান দেয় এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।”  
(সূরা তওবা, ৭১)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে দাঈ হওয়া মানে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন।

### ৩.৬ নেতৃত্ব, সমস্যা সমাধান ও সামাজিক দক্ষতা

দাঈর জন্য নেতৃত্বগুণ, সমস্যা সমাধান ও সামাজিক দক্ষতা থাকা অপরিহার্য।

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

لَيَقُمَ الْقَائِدُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَمَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْهُ بِالْقِيَادَةِ  
> “একজন নেতা যেন তার অনুসারীদের জন্য হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। যারা আল্লাহর পথে কাজ করে, তাদের উচিত নেতৃত্বের মাধ্যমে দাওয়াহকে সমৃদ্ধ করা।”  
(সহীহ বুখারি, হাদিস ৮৮৬)

অর্থাৎ একজন আদর্শ দাঈ সমাজে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হতে হবে।

## অধ্যায় ৪: পরিবার ও সমাজে দাওয়াহর বাস্তবায়ন

দাওয়াহ কেবল ব্যক্তিগত ধর্মচর্চা নয়; এটি পরিবার ও সমাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দায়িত্বপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একজন আদর্শ দাঈ প্রথমে নিজের পরিবার ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করবে।

### ৪.১ পরিবারে ইসলামী শিক্ষা ও ঈমানি পরিবেশ সৃষ্টি

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। এখানে দাঈর প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়। পরিবারের মধ্যে সঠিক দাওয়াহ পরিচালনার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকরা সন্তানদের মধ্যে ঈমান, নামাজ, সৎকর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করবেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الصَّلَاةَ وَأَمُرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

> “হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজের সন্তানদের জন্য নামাজ আদায়ে শিক্ষা দাও এবং তাদের নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত কর।”

(সূরা আত-তাহরিম, ৬)

এটি স্পষ্ট করে যে পরিবারে দাওয়াহ শুরু হওয়া উচিত পিতামাতা ও অভিভাবকদের মাধ্যমে।

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الْخَيْرَ فَهُوَ لَكُمْ دَعْوَةٌ

> “তোমরা নিজের সন্তানদের সৎকর্মে শিক্ষিত করো। এটি তোমার জন্য দাওয়াহের একটি ধাপ।”

(সহীহ বুখারি, হাদিস ২৪০৫)

## ৪.২ পিতামাতা, সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর প্রতি দাওয়াহ দায়িত্ব

দাঈ হিসেবে একজন ব্যক্তি অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের প্রতি দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

সন্তানদের নৈতিক ও ঈমানি শিক্ষা প্রদান।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি বজায় রাখা।

পরিবারের অভ্যন্তরে শান্তি, ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَانْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

> “পরস্পরের প্রতি সদয় হও এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে দয়া এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াহ দাও।”

(সূরা আন-নিসা, ৩৬)

নবী ﷺ বলেন:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

> “সেরা ব্যক্তি হল সে, যিনি নিজের পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের দাওয়াহ ও শিক্ষা দেয়।”

(সহীহ তিরমিজি, হাদিস ১৯০৭)

#### ৪.৩ প্রতিবেশী, বন্ধু ও কমিউনিটির প্রতি দাঁড়ির সামাজিক আচরণ

দাঁড়ি কেবল পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না; তিনি কমিউনিটি, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মধ্যেও ইসলামী আদর্শ প্রচার করবেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

> “যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং দুনিয়ায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, সে আল্লাহর পথে কাজ করছে।”

(সূরা আল-মায়িদাহ, ২)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

مَنْ دَعَا لِحَارِهِ بِالْخَيْرِ وَسَاعَدَهُ فَقَدْ أَفْلَحَ فِي دَعْوَتِهِ

> “একজন মুমিন নিজের প্রতিবেশীর জন্য সৎকর্ম এবং সহায়তা নিশ্চিত করে; এতে তার দাওয়াহ সফল হয়।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২১৯৯)

এটি নির্দেশ দেয় যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করাও দাওয়াহর একটি অংশ।

## 8.8 সমাজে ন্যায়, কল্যাণ, দরিদ্র-অসহায়দের সহযোগিতা

একজন আদর্শ দাঈ সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র, অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَالْمُتَّقُونَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِلْمَسَاكِينِ وَيُقِيمُونَ الْعَدْلَ

> “নেককর্মীরা তাদের সম্পদে দান দেয়, হতদরিদ্রকে সাহায্য করে এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।”

(সূরা বাকারাহ, ২৭৫)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

خَيْرُ الدَّعْوَةِ مَنْ أَقَامَ الْعَدْلَ وَأَعَانَ الْمَسَاكِينَ وَوَسَّعَ فِي الْمَعْرُوفِ

> “সর্বোত্তম দাওয়াহ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, দুঃস্থদের সাহায্য করে এবং মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য বজায় রাখে।”

(সহীহ তিরমিজি, হাদিস ১৩৪৫)

## 8.৫ সাহাবা ও সাহাবিয়াতদের দাওয়াহর সামাজিক প্রভাব ও শিক্ষা

প্রাথমিক যুগে সাহাবারা দাওয়াহ সমাজে বাস্তবায়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারা নিজের চরিত্র, ধৈর্য, জ্ঞান ও নৈতিকতার মাধ্যমে সমাজে ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, আবু বকর (রাঃ) সমাজে দাওয়াহকে সম্মিলিতভাবে পরিচালনা করেছেন এবং সমস্যার সমাধানে সকলের সাথে পরামর্শ করেছেন। হাদিসে উল্লেখ আছে যে নবী ﷺ বললেন:

صَحَابَتِي هُمْ نَمَازُجُ الدَّعْوَةِ لِأُمَّتِي

> “সাহাবারা আমার উম্মতের জন্য সঠিক দাওয়াহের রোল মডেল।”  
(সহীহ বুখারি, হাদিস ৩০২২)

এটি স্পষ্ট করে যে সমাজে দাওয়াহের সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব, যখন দাঈর আচরণ ও নেতৃত্বের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পথে আহ্বান পায়।

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে বোঝা যায় যে দাঈ হওয়া মানে কেবল ব্যক্তিগত ধর্মচর্চা নয়, বরং পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। দাওয়াহ সামাজিক দায়িত্ব, ন্যায় ও সহায়তার মাধ্যমে কার্যকর হয়।

## অধ্যায় ৫: রাষ্ট্র, উম্মাহ ও বৈশ্বিক দায়িত্ব

দাওয়াহ কেবল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন আদর্শ দাঈর জন্য রাষ্ট্র, উম্মাহ ও বিশ্বজনীন সমাজের প্রতি দায়িত্বও অপরিহার্য। ইসলামে প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়।

### ৫.১ নাগরিক দায়িত্ব, আইন মান্য করা ও রাষ্ট্র নির্মাণে সহযোগিতা

ইসলামে রাষ্ট্র ও সমাজকে সুশৃঙ্খল ও ন্যায়সম্মত রাখার জন্য প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব আছে। একজন দাঈ নৈতিক ও আইনসম্মত আচরণ দ্বারা দাওয়াহ প্রদর্শন করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

> “তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বান কর, ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর এবং সমাজে অন্যায় থেকে বিরত থাকো।”

(সূরা আন-নিসা, ৫৮)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُسَاعِدْ عَلَى إِقَامَةِ السَّلَامِ وَالْعَدْلِ فِي الدَّوْلَةِ وَالْمُجْتَمَعِ فَهُوَ مِنَ الدَّعْوَةِ

> “একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।  
এটি দাওয়াহরই একটি অংশ।”  
(সহীহ বুখারি, হাদিস ২৩১৯)

এটি নির্দেশ করে যে একজন আদর্শ দাঈ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল এবং আইন-কানুন মেনে চলা অপরিহার্য।

## ৫.২ উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান

উম্মাহর ঐক্য ইসলামের মূল ভিত্তি। দাঈদের কর্তব্য হলো ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> “হে মুমিনরা! একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করো এবং ন্যায় ও কল্যাণে একে অপরকে সাহায্য করো।”  
(সূরা আন-নিসা, ৭০)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

خَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسْعَى فِي مَنَفَعَةِ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مَا يَسْتَطِيعُ

> “মুমিনদের মধ্যে সেরা ব্যক্তি হলো যিনি তাদের ভাইদের কল্যাণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।”  
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৪৬৮)

এটি প্রমাণ করে যে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করাও একজন দাঈর মূল কর্তব্য।

### ৫.৩ আধুনিক যুগে দাওয়াহর কৌশল: নরম ভাষা, হিকমাহ ও প্রেক্ষিতভেদে পদ্ধতি

আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দাঈদের কৌশলগত হতে হয়। দাওয়াহ প্রদানের সময় হিকমাহ (প্রজ্ঞা) এবং নরম ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “তুমি রবের নির্দেশ ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আহ্বান কর; তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বিতর্ক কর।”

(সূরা নাহল, ১২৫)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

أَشَدُّ الدَّاعِينَ قُوَّةً مَنْ كَانَ صَبُورًا وَلِينًا وَحَكِيمًا فِي كَلَامِهِ

> “সবচেয়ে শক্তিশালী দাঈ সেই, যিনি তার কথায় ধৈর্যশীল, কোমল এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ।”

(সহীহ তিরমিজি, হাদিস ১৩৫৭)

এটি নির্দেশ করে যে আধুনিক দাঈকে প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের পদ্ধতি খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

#### ৫.৪ প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল কনটেন্ট ও পরিবেশ সচেতনতা

আধুনিক যুগে দাওয়াহে প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ, ভিডিও ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দাঈরা ইসলামের বার্তা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দিতে পারেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ نُورُهُمْ وَيَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِ

> “তোমরা আল্লাহর রাস্তায় আহবান কর, জ্ঞান ও নৈতিকতার আলো ব্যবহার কর, যাতে মানুষ আলোয় আসে।”

(সূরা ইব্রাহীম, ১)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

مَنْ اسْتَعْمَلَ التَّقْنِيَّةَ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَالْعَدْلِ فَتَكُونُ دَعْوَتُهُ مُبَارَكَةً

> “যে ব্যক্তি অন্যদের জ্ঞান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তার দাওয়াহ বরকতময় হবে।”

(সহীহ আবু দাউদ, হাদিস ২৮২৫)

এটি নির্দেশ করে যে দাঈদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাওয়াহ চালানো আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

#### ৫.৫ দাওয়াহতে নেতৃত্ব: শূরা, সহযোগিতা ও দায়িত্ব বণ্টনের নীতি

দাঈদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলগত দাওয়াহ পরিচালনায় শূরা (পরামর্শ) এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া অপরিহার্য।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَيَفْعَلُونَ الْخَيْرَ وَالْعَدْلَ وَيَكُونُونَ مَسْئُولِينَ بَعْضُهُمْ عَنِ بَعْضٍ

> “গুরু, পরামর্শ এবং ন্যায়ের মাধ্যমে কাজ কর; তোমরা একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হবে।”

(সূরা শূরা, ৩৮)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ الْفِرَقِ مَنْ شَاوَرَ وَتَقَسَّمَ الْمَهَامَ وَأَحْسَنَ فِي دَعْوَتِهِ إِلَى اللَّهِ

> “সর্বোত্তম দল হলো যারা পরামর্শ করে, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে এবং সর্বোত্তমভাবে আল্লাহর পথে আহ্বান করে।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৮৭১)

এটি নির্দেশ করে যে দাওয়াহ কার্যক্রমে নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

একজন আদর্শ দাঈ কেবল নিজের পরিবার বা কমিউনিটিতেই নয়, রাষ্ট্র ও বিশ্বসভ্যতাতো দায়িত্ব পালন করেন। দাওয়াহ এবং দায়িত্বের সমন্বয়ে সমাজে ন্যায়, শান্তি, কল্যাণ ও ইসলামের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

## অধ্যায় ৬: দাওয়াহর প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

দাওয়াহ প্রদানের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ থাকে। একজন আদর্শ দাঈকে এই সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসলামে এই চ্যালেঞ্জগুলি শুধুমাত্র শারীরিক বা বাহ্যিক নয়, বরং মানসিক ও নৈতিকও।

### ৬.১ দাওয়াতে বিরোধিতা, শত্রুতা ও মানসিক চ্যালেঞ্জ

ইসলামে দাঈদের সব সময় শত্রুতা ও বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। যারা আল্লাহর পথে আহ্বান দেয়, তাদেরকে বিভিন্ন আকারের কষ্ট, বিদ্বেষ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> “তুমি যা দাওয়াহ দাও, তা বিরোধের মুখোমুখি হবে। তবে ধৈর্য ধরো এবং যারা তোমার বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে যুক্তি সংগত ও নরমভাবে আলোচনা কর।”

(সূরা নাহল, ১২৫)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

أَفْقَى الدَّاعِيْنَ مَنْ صَبَرَ وَرَدَّ بِاللَّيْنِ وَالْحِلْمِ عَلَى الْمَصَاعِبِ وَالْغُدُوَانِ

> “একজন সত্যিকারের দাঈ তখনই শক্তিশালী, যখন সে কষ্ট, অবজ্ঞা বা শত্রুতার মুখোমুখি হলেও ধৈর্য ও কোমলতা বজায় রাখে।”

(সহীহ বুখারি, হাদিস ২২৪২)

এটি নির্দেশ করে যে দাঈদের জন্য শত্রুতা ও বিরোধই দাওয়াহর স্বাভাবিক অংশ। ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও নরমতা ব্যবহার করাই তাদের মূল অস্ত্র।

## ৬.২ দাঈর ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ভুল ও সীমাবদ্ধতা

দাঈ হওয়া মানে সর্বদা নিখুঁত হওয়া নয়। একজন দাঈও মানব, তাই তার মানসিক ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ يَزُزُّ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَصْبِرْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> “মানুষ দুর্বল, তবে যারা আল্লাহর সাহায্যে এবং ধৈর্য ধরে কাজ করে, তারা সফল হবে।”

(সূরা আন-নিসা, ২৮)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

خَيْرُ الدَّاعِيْنَ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْ أَخْطَائِهِ فَأَحْسَنَ دَعْوَتَهُ

> “সর্বোত্তম দাঈ সেই, যে তার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দাওয়াহকে আরও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৪৭১)

এটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা করে আত্মসমালোচনা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

### ৬.৩ দায়িত্বহীনতার ক্ষতি: ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অবক্ষয়

দায়িত্বহীনতা ও দাওয়াহ থেকে দূরে থাকা সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এবং অরাজকতার সৃষ্টি করে। একজন দাঈ যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করে, তার পরিবার ও কমিউনিটি নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মে আহ্বান করে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে।”

(সূরা আলে ইমরান, ১০৪)

হাদিসে নবী ﷺ বলেন:

مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ صَارَ قَلْبُهُ قَاسِيًا وَازْدَادَتْ الْفِتْنَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ

> “যে ব্যক্তি দাওয়াহ থেকে দূরে থাকে, তার হৃদয় কঠিন হয় এবং সমাজে অরাজকতা বৃদ্ধি পায়।”

(সহীহ তিরমিজি, হাদিস ১৩৭২)

এটি স্পষ্ট করে যে দায়িত্বহীনতা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্ষতি ডেকে আনে।

## ৬.৪ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল, বাস্তব উদাহরণ ও শিক্ষণীয় দিক

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একজন দাঈকে প্রজ্ঞা, ধৈর্য, নম্রতা ও প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

নবী ﷺ এবং সাহাবারা বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কায় কুফর ও প্রতিরোধের সময় নবী ﷺ এবং সাহাবারা ধৈর্য, কৌশল ও হিকমাহ ব্যবহার করে দাওয়াহ চালিয়ে ছিলেন।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

اصْبِرُوا وَابْتَئُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> “সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধৈর্য ধারণ কর এবং সহিষ্ণু হও।”  
(সূরা আল-ইমরান, ২০০)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

يَنْجَحُ أَوْلَاكَ الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ وَيَتَّبِعُونَ آخِلَافًا فِي الْمُصَاعِبِ

> “সাফল্য আসে তাদের জন্য যারা প্রতিকূলতায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকে।”  
(সহীহ বুখারি, হাদিস ৬০৯৭)

এই নির্দেশনা থেকে বোঝা যায়, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দাঈদের মানসিক দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা থাকা অপরিহার্য।

## ৬.৫ আত্মসমালোচনা, আত্মপর্যালোচনা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন

একজন আদর্শ দাঈ প্রতিনিয়ত নিজেকে মূল্যায়ন করবে। আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনা তাকে দুর্বলতা চিহ্নিত করতে, শত্রুতা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে এবং ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করতে সাহায্য করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

فَأَصْلِحُوا أَنْفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> “নিজের ভুল সংশোধন করো এবং আল্লাহর সাহায্যে ধারাবাহিক উন্নতি অর্জন করো।”  
(সূরা তাগাবুন, ১৬)

হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُحَسِّنُ دَعْوَتَهُ

> “সর্বোত্তম মুমিন হল সেই, যিনি প্রতিদিন নিজের আচরণ ও দাওয়াহ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এবং উন্নতির চেষ্টা করে।”  
(সহীহ তিরমিজি, হাদিস ২৪২১)

এটি নির্দেশ করে যে একজন আদর্শ দাঈ চিরকাল শিখতে এবং নিজের কাজের মান উন্নয়নে নিবেদিত থাকবে।

### উপসংহার

দাওয়াহ প্রদানের পথে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক। শত্রুতা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয় মোকাবিলা করার জন্য ধৈর্য, প্রজ্ঞা, আল্লাহর উপর ভরসা এবং ধারাবাহিক আত্মপর্যালোচনা অপরিহার্য। একজন আদর্শ দাঈ শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, পুরো সমাজ ও উম্মাহর কল্যাণের জন্য দায়িত্বশীল।

## অধ্যায় ৭: উপসংহার ও সুপারিশ

দাওয়াহ প্রদানের কাজ শুধু ইসলামের প্রচার নয়, এটি মুমিনের জন্য ঈমানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পুরো থিসিস জুড়ে আমরা দেখেছি যে একজন আদর্শ দাঈ হতে হলে কেবল জ্ঞান, ধৈর্য, নৈতিকতা এবং সামাজিক দক্ষতাই নয়, বরং আল্লাহর প্রতি ভরসা, আত্মশুদ্ধি এবং ধারাবাহিক আত্মউন্নয়নের মাধ্যমে দাওয়াহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়।

### ৭.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ

এই থিসিসে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে:

#### ১. দাওয়াহ ও দায়িত্বের সম্পর্ক:

দাওয়াহ হলো ঈমানের স্বাভাবিক প্রকাশ।

এটি কেবল আলেমদের দায়িত্ব নয়, প্রতিটি মুমিনের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে যে মুমিনদের মধ্যে একটি দল অবশ্যই সৎকর্মে আহ্বান করবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে (আলে ইমরান, ১০৪)।

#### ২. কুরআন ও হাদিসে আদর্শ দাঈর নির্দেশনা:

নবী ﷺ এর দাওয়াহ ধাপ এবং সাহাবাদের প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে দাওয়াহ ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং কোমলতার মাধ্যমে সফল হয়।

দায়িত্বহীনতা এবং দীন থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি ও সমাজে ক্ষতি ডেকে আনে।

### 3. আদর্শ দাঈর ব্যক্তিত্ব গঠন:

ইখলাস, নিয়ত, জ্ঞান, চরিত্র, ধৈর্য ও সহনশীলতা একজন দাঈকে শক্তিশালী করে।

আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও ইবাদতের সঙ্গে দাওয়াহকে সংযুক্ত করলে দাওয়াহ আরও ফলপ্রসূ হয়।

### 4. পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব:

পরিবারে ঈমানি পরিবেশ সৃষ্টি, প্রতিবেশী ও কমিউনিটির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ এবং সমাজে ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা একজন দাঈর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

### 5. রাষ্ট্র, উম্মাহ ও বৈশ্বিক দায়িত্ব:

নাগরিক দায়িত্ব পালন, উম্মাহর ঐক্য রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মুসলিম সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলা একজন আদর্শ দাঈর কাজ।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যম ও পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে দাওয়াহ কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা সম্ভব।

### 6. দাওয়াহর প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ:

শত্রুতা, বিরোধিতা এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতার মধ্যেও ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজ চালানো জরুরি।

আত্মসমালোচনা ও ধারাবাহিক উন্নয়ন একজন দাঈকে চিরকাল শক্তিশালী রাখে।

## ৭.২ কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমন্বিত শিক্ষা

কুরআন ও হাদিসে বারংবার দেওয়া হয়েছে যে মুমিনদের দায়িত্ব হলো দাওয়াহ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও ঈমান প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআনুল কারীমে এসেছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

> “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মে আহ্বান করবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে, এবং তারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে।”  
(আলে ইমরান, ১০৪)

নবী ﷺ বলেছেন:

خَيْرُ الدَّاعِيْنَ مَنْ صَبَرَ وَاسْتَعْمَلَ الْحِكْمَةَ وَالْخُلُقَ فِي دَعْوَتِهِ

> “সর্বোত্তম দাঈ সেই, যিনি ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতার সঙ্গে দাওয়াহ সম্পন্ন করে।”  
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৪৭১)

এই নির্দেশনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে দাওয়াহ কেবল বক্তৃতা নয়, বরং চরিত্র ও কাজের মাধ্যমে সমাজে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম।

## ৭.৩ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বাস্তব করণীয়

বর্তমান যুগে দাঈদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন:

প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি

ধর্মীয় চরমপন্থা এবং ভুল তথ্য প্রচার

নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অরাজকতা

এক্ষেত্রে করণীয় হলো:

1. নরম ভাষা ও হিকমাহ: কথার প্রভাব বৃদ্ধি করতে হিকমাহ সহ ব্যবহার করা।
2. ধৈর্য ও সহনশীলতা: শত্রুতা ও বিরোধিতা মোকাবিলায় ধৈর্য রাখা।
3. সত্যনিষ্ঠা ও আমানত রক্ষা: নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা।
4. প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার: আধুনিক প্ল্যাটফর্মে দাওয়াহ কার্যক্রম বিস্তৃত করা।

#### ৭.৪ আদর্শ দাঈ ও দায়িত্বশীল জীবন গঠনে সুপারিশমালা

1. নিজের আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া উন্নয়ন: নিজেকে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা।
2. জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার: কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ।
3. পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব: পরিবার ও কমিউনিটিতে দাওয়াহের পরিবেশ সৃষ্টি।
4. ধৈর্য, কোমলতা ও প্রজ্ঞা: চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় গুণাবলী।
5. নেতৃত্ব ও সহযোগিতা: দাওয়াহ কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া।

## ৭.৫ চূড়ান্ত অঙ্গীকার: আমাদের করুপ দ্বীনের দায়ী হওয়া উচিত

একজন আদর্শ মুমিনের জন্য দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় কাজ নয়, বরং ঈমানের স্বাভাবিক প্রকাশ। আমাদের প্রতিটি কাজ, আচরণ ও সিদ্ধান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত হওয়া উচিত।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> “তোমরা সৎকর্মে আহ্বান করো এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখো, এটি তোমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।”

(আলে ইমরান, ১০৪)

চূড়ান্তভাবে, একজন আদর্শ দাঈ হতে হলে আমাদের অবশ্যই:

নিজেকে ধারাবাহিকভাবে উন্নত করা

নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা

ধৈর্য, প্রজ্ঞা, কোমলতা ও তাকওয়া বজায় রাখা

পরিবার ও সমাজে ইসলামের আলো ছড়ানো

দাওয়াহ হল আল্লাহর পথে আমাদের সর্বোত্তম দায়িত্ব, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ এবং আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করে।